পদুমায় চলিলেন ফেলারাম বাটী।
পশ্চাতে তারক মৃত্যুঞ্জয় এই দু'টি।।
সাদরে আসনে হীরামনে বসাইলে।
শ্রীচরণ পাখলিল দু'নয়ন জলে।।
মুক্তকেশী হয়ে ফেলারামের রমণী।
কেশ দ্বারা পাদপদ্ম মুছালেন তিনি।।
গোস্বামীকে তৈল মাখে আট দশ জনে।
স্নান করাইল পুকুরের জল এনে।।
বসাইল ঘরে এনে সেবাদির কার্য্যে।
পায়স-পিষ্টক আনে ফেলারাম ভার্য্যে।।
সম্মুখে আনিয়া থালা ভাজা বড়া ল'য়ে।
গোস্বামীর মুখে দিল স্বহস্তে তুলিয়ে।।
দশনে চিবা'য়ে মুখে রাখে হীরামন।
বিস্তার নাহিক করে দু'পাটি দশন।।
বড়া ধরি পুনঃ দিতেছেন বদনেতে।
অমনি চপটাঘাত করিল মুখেতে।।
ফেলারাম বলেছে "সৌভাগ্য বড় মোর।"
অমনি মারিল মুখে দ্বিতীয় চাপড়।।
ধাইয়া চলিল প্রভু পুকুরের পাড়ে।
মৃত্যুঞ্জয় চলিলেন গোস্বামীকে ধ'রে।।
হীরামন ধরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কেশে।
কপালেতে দুই মুষ্ট্যাঘাত মারে রোষে।।
চক্ষের নিম্নেতে নাসিকার দুই পার্শ্বে।
দুই ঘুসি মারি ইট ধরিলেন শেষে।।
ঠেকাইতে হীরামনে হাত তুলিলেন।
মৃত্যুঞ্জয়ে ছাড়িয়া গোস্বামী চলিলেন।।
চন্ডী মল্লিকের ঘরে করিল শয়ন।
'গোঁসাই, গোঁসাই' বলি চলিল মদন।।
চৌকির খাম্বায় লগ্ন গোস্বামীর পাও।
পদ ধরি বলে' 'প্রভু মোরে পদ দেও।।'
গোস্বামীর পদে মাথা যখনে লওয়ায়।
অমনি মারিল লাথি তাহার মাথায়।।
বাম পার্শ্বে খাম্বা ঠেকে হেন ছেঁচা হ'ল।
গোস্বামীর লাথি হেতু জীবন রহিল।।
উঠিয়া চলিল প্রভু দক্ষিণাভিমুখে।
কালীনগরের দিকে চলিলেন রুখে।।
শ্রীগৌরচাঁদের পুত্র শ্রীউমাচরণ।
বোরা জমি পরিষ্কার করে সেইজন।।
আইল উপরে বহু কাঁদা তুলিয়াছে।
সে আইল পর দিয়া গোঁসাই চলিছে।।
আসিয়া উমাচরণ করে দন্ডবৎ।
অমনি গোঁসাই শিরে করে পদাঘাত।।
মস্তক পশিল গিয়া কাঁদার ভিতরে।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহে প্রভু যান ক্রোধভরে।।
গোঁসাই বসিল গিয়া রন্ধন-শালায়।
ঘরের নিকটে ভয়ে কেহ নাহি যায়।।
ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় তারকে পাঠায়।
গৃহে বসি ঝোঁকে মাত্র দেখিবারে পায়।।
হেন মতে রাত্রি গেল গোস্বামী উঠিল।
উত্তরের গৃহে এসে সকালে বসিল।।
নিশীতে স্বপনে দেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়।
'তোমাকে রাখিতে নারি' গোস্বামীকে কয়।।
'তোমার চরণে যেন থাকয় ভকতি।
তোমাকে রাখিতে নাই আমার শকতি।।
স্বপ্ন শুনি হীরামন নামাইল পদ।
চলিলেন পূর্ব্বমুখে বলি 'হরিচাঁদ'।।
নদীর কিনারে গ্রাম কলাবাড়ী আদি।
প্রেমাকুল কুলে বসি ঝোঁকে নিরবধি।।
উত্তার নয়ন হয়ে বসিয়া তথায়।
পুনঃ আসিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের আলয়।।
গোঁসাই বলেন কল্য না হ'ল রন্ধন।
রন্ধন করুক বধূ করিব ভোজন।।
ছিলাম রসুই ঘরে না হইল রাঁধা।
সুস্থির হ'য়েছি অদ্য খেতে দাও দাদা।।